

# সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ

## অধ্যায়ঃ ১

### (প্রজাতন্ত্র)

(অনুচ্ছেদঃ ১ – ৭)

অনুচ্ছেদ	ব্যাখ্যা
১ -----	প্রজাতন্ত্র -> বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রঃ “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ”
২ -----	প্রজাতন্ত্রের সীমানা
২ (ক) ----	রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম -> সকল ধর্মের সমাধিকার
৩ -----	রাষ্ট্রভাষা
৪ -----	৪(১) -> জাতীয় সঙ্গীত (১০ লাইন) ৪(২) -> জাতীয় পতাকা ৪(৩) -> জাতীয় প্রতীক
৫ -----	রাজধানী -> প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা
৬ -----	নাগরিকত্ব; ৬(২) -> জাতি হিসেবে বাঙালি, নাতরিক হিসেবে বাংলাদেশি
৭ -----	সংবিধানের প্রাধান্যঃ ৭(১) -> প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ ৭(২) -> প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান
৭(ক) -----	সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণজনিত অপরাধ
৭(খ) -----	সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলি সংশোধন অযোগ্য -> প্রস্তাবনা, ১ম, ২য়, ৩য় অধ্যায়ের সব অনুচ্ছেদ, ৯(ক), ১৫০নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করা যাবে না

## অধ্যায়ঃ ২

### (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি)

(অনুচ্ছেদঃ ৮ – ২৫)

মূলনীতি (৮-১২) অনুযায়ী মালিকানা (১৩) -> কৃষক-শ্রমিকদের (১৪) হাতে দিলে তাদের মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তা (১৫) মিটবে এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব (১৬) হবে। এতে তাদের সন্তানদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা (১৭) এবং জনস্বাস্থ্য-নৈতিকতার (১৮) উন্নয়ন হবে ও

পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ (১৮-ক) হবে। শিক্ষার ফলে সুযোগের সমতা (১৯) সৃষ্টি হবে এবং জনগণ তাদের অধিকার ও কর্তব্য (২০) পালন করবে। নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য (২১) পালনের জন্য নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ (২২) করা হয়েছে। উপজাতিদের (২৩-ক) হয়ে জাতীয় স্মৃতি (২৪) দেশের পররাষ্ট্রনীতি (২৫- আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন) সংরক্ষণ করবে।

অনুচ্ছেদঃ ১৯ – সুযোগের সমতা

অনুচ্ছেদঃ ২৭ – আইনের দৃষ্টিতে সমতা

০১ নভেম্বর, ২০০৭: আপিল বিভাগ ১৯৯৯ সালের মাজদার হোসেন মামলার চূড়ান্ত রায়ে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করে।

## অধ্যায়ঃ ৩

### (মৌলিক অধিকার)

(অনুচ্ছেদঃ ২৬ – ৪৭)

মৌলিক অধিকারের আইন বাতিলে (২৬) সমাজে আইনের দৃষ্টিতে সমতা (২৭) তৈরি হয় এবং ধর্মীয় বৈষম্য (২৮) কমে যায়। এতে সরকারি নিয়োগে সুযোগ লাভ (২৯) এবং বিদেশি খেতাব (৩০) গ্রহণে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার (৩১) তৈরি হয়। কিন্তু ঐ খেতাব গ্রহণে ব্যক্তি স্বাধীনতা (৩২) দেখাতে গেলে পুলিশ আমাদের গ্রেপ্তার ও আটক (৩৩) করে প্রথমে জবরদস্তি শ্রম (৩৪) করায় এবং তারপর বিচার ও দণ্ড (৩৫) দেয়। বিচার পেয়ে আমরা বুঝতে পারি, দেশের মোট স্বাধীনতাঃ ৬টি

অনুচ্ছেদ ৩৬-৪১: চলাফেরা, সমাবেশ, সংগঠন, চিন্তা-বিবেক, পেশা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

সম্পত্তির অধিকার (৪২) রক্ষা করতে সংবিধান অনুযায়ী গৃহ ও যোগাযোগ রক্ষণ (৪৩) অনুচ্ছেদ চর্চিত হবে। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ (৪৪) এবং শৃংখলামূলক আইনের পরিবর্তন (৪৫) বাস্তবায়ন করার জন্য দায়মুক্তির বিধান (৪৬) রাখতে হয় এবং আইনের হেফাজত (৪৭) করতে হয়।

অনুচ্ছেদ-২৬: মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল  
অনুচ্ছেদ-৪৪: মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ

অনুচ্ছেদ-২৮: ধর্মীয় বৈষম্য  
অনুচ্ছেদ-৪১: ধর্মীয় স্বাধীনতা

মৌলিক চাহিদা/প্রয়োজনঃ ৫টি [অধ্যায়-২]

মৌলিক অধিকারঃ ১৮টি [অধ্যায়-৩]

মৌলিক অধিকারের অনুচ্ছেদঃ ১৭ টি

## অধ্যায়ঃ ৪

### (নির্বাহী বিভাগ)

(অনুচ্ছেদঃ ৪৮ – ৬৪)

নির্বাহী বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি (৪৮) তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শনের অধিকার (৪৯) খাটিয়ে ৩টি কাজ করতে পারে

অনুচ্ছেদ-৫০: রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ

অনুচ্ছেদ-৫১: রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি

অনুচ্ছেদ-৫২: রাষ্ট্রপতির অভিশংসন

রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুযায়ী জনগণ মন্ত্রিসভা (৫৫- cabinet) গঠন করে। মন্ত্রিগণ (৫৬) তাদের প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ (৫৭) নির্ধারণ করে। বিগত সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার (৫৮-গ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত) বাতিল করে স্থানীয় শাসন (৫৯) শুরু করে। স্থানীয়ভাবে মন্ত্রীরা সর্বাধিনায়কতা (৬১) এবং যুদ্ধ (৬৩) করার জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল (৬৪) নিয়োগ দেন।

অনুচ্ছেদসমূহঃ ৪৮-৫২ || ৫৫-৫৯ || ৬১ || ৬৩-৬৪

## অধ্যায়ঃ ৫

### (আইনসভা)

(অনুচ্ছেদঃ ৬৫ - ৯৩)

বাংলাদেশের আইনসভার নাম সংসদ (House of the Nation)। সংসদ প্রতিষ্ঠা (৬৫) করতে গেলে সর্বপ্রথম সংসদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা (৬৬) যাচাই করতে হয়। সংসদে আসন শূন্য (৬৭) হওয়ার নিয়ম হলো Floor Croosing (৭০- রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য)। সংসদে আসন শূন্য থাকলেও দ্বৈত সদস্যতায় বাধা (৭১) প্রদান করা হয়। প্রতি বছর সংসদের অধিবেশন (৭২)-এর শুরুতে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী (৭৩) থাকে এবং তারপর স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার (৭৪) ভাষণ দেন। ভাষণে কার্যপ্রণালী-বিধি-কোরাম (৭৫) বিষয়টি সংসদের স্থায়ী কমিটির (৭৬) দায়িত্বে দেয়া হয়।

সংসদে শান্তি বজায় রাখার জন্য ন্যায়পাল (৭৭- ombudsman) থাকেন যিনি সংসদ ও সদস্যদের অধিকার ও দায়মুক্তি (৭৮) নিশ্চিত করেন। সংসদে শান্তি থাকলে আইনমন্ত্রী আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি (৮০) দেন এবং অর্থমন্ত্রী ৪টি জিনিস দেনঃ

অনুচ্ছেদ-৮১: অর্থবিল

অনুচ্ছেদ-৮৪: সংযুক্ত তহবিল

অনুচ্ছেদ-৮৭: বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি (বাজেট)

অনুচ্ছেদ-৯১: সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরি

অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা (৯৩- ordinance making power) রাষ্ট্রপতির একটি বিশেষ ক্ষমতা।

অনুচ্ছেদসমূহঃ ৬৫-৬৭ || ৭০-৭৮ || ৮০-৮১ || ৮৪ || ৮৭ || ৯১ || ৯৩

## অধ্যায়ঃ ৬

### (বিচার বিভাগ)

(অনুচ্ছেদঃ ৯৪ - ১১৭)

বিচার বিভাগের ১ম কাজ সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা (৯৪) করা এবং বিচারক নিয়োগ (৯৫) দেয়া। বিচারক নিয়োগ দিলে সরকার বিচারকের পদের মেয়াদ (৯৬) নির্ধারণ করে এবং অবসরের পর বিচারকের অক্ষমতা (৯৯) নিশ্চিত করে।

- অনুচ্ছেদ-১০০: সুপ্রিম কোর্টের আসন -> ঢাকা

প্রধান বিচারপতি হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার (১০১) এবং হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা (১০২) নির্ধারণের জন্য আপীল বিভাগের পরোয়ানা জারী ও নির্বাহ (১০৪) করে। সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার (১০৬) এবং সুপ্রিম কোর্টের বিধিপ্রণয়ন ক্ষমতা (১০৭) – Court of Record (১০৮) রূপে সুপ্রিম কোর্টে জমা থাকে। আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ (১০৯) করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের সহায়তা (১১২) করে সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারীগণ (১১৩)।

সবশেষে অধস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা (১১৬) রক্ষার্থে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (১১৭) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদসমূহঃ ৯৪-৯৬ || ৯৯-১০২ || ১০৪ || ১০৬-১০৯ || ১১২ || ১১৬ || ১১৭

## অধ্যায়ঃ ৭

### (নির্বাচন)

(অনুচ্ছেদঃ ১১৮ - ১২৬)

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা (১১৮) করতে হয়। নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব (১১৯) পাওয়ার পর ভোটার তালিকা (১২১) তৈরির নির্দেশ দেন। বাংলাদেশে ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা (১২২) ন্যূনতম ১৮ বছর। নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় (১২৩) নির্ধারণ করেন এবং নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা দান (১২৬) করেন।

অনুচ্ছেদসমূহঃ ১১৮-১১৯ || ১২১-১২২ || ১২৩ || ১২৬

## অধ্যায়ঃ ৮

### (মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক)

(অনুচ্ছেদঃ ১২৭ - ১৩২)

অনুচ্ছেদ-১২৭ -> মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা

অনুচ্ছেদ-১২৯ -> মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ (৫ বছর বা ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত)

## অধ্যায়ঃ ৯

### (বাংলাদেশের কর্মবিভাগ)

(অনুচ্ছেদঃ ১৩৩ - ১৪০)

কর্মবিভাগে নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি (১৩৩) অনুযায়ী কর্ম কমিশনের প্রতিষ্ঠা (১৩৭) করা হয় এবং কর্ম কমিশনের সদস্য নিয়োগ (১৩৮) দেয়া হয়। কমিশনের দায়িত্বে (১৪০) থাকে নির্বাচন কমিশনার।

অনুচ্ছেদসমূহঃ ১৩৩ || ১৩৭-১৩৮ || ১৪০

## অধ্যায়ঃ ৯ (ক)

### (জরুরি বিধানাবলি)

(অনুচ্ছেদঃ ১৪১)

অনুচ্ছেদ- ১৪১ (ক) -> জরুরি অবস্থা ঘোষণা -> রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি-স্বাক্ষর নিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন

অনুচ্ছেদ- ১৪১ (খ) -> জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের বিধান স্থগিতকরণ -> ৩৬-৪০ এবং ৪২ এই ৬টি অনুচ্ছেদ স্থগিত থাকবে  
= জরুরি অবস্থার সময়ও ধর্মীয় স্বাধীনতার বিধান কার্যকর থাকবে।

অনুচ্ছেদ- ১৪১ (গ) -> জরুরি অবস্থার সময় মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিতকরণ -> জরুরি অবস্থার সময় ৩ অধ্যায়ের/ভাগের অন্তর্গত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য আদালতে মামলা রুজু করার অধিকার স্থগিত থাকবে।

## অধ্যায়ঃ ১০

### (সংবিধান সংশোধনী)

(অনুচ্ছেদঃ ১৪২)

অনুচ্ছেদ- ১৪২: সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা -> আইনসভার সদস্যদের ২/৩ ভোট প্রয়োজন। বিলটি পাশ হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি দিবেন। তিনি সম্মতি দিতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদ অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।